মেঘনাদবধ কাব্য
পাঠ ও পর্যালোচনা

সম্পাদনা
বরুণকুমার চক্রবর্তী

অক্ষর প্রকাশনী

Meghnadbadh Kavya : Path O Paryalochana
Edited by Barun Kumar Chakraborty

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০১৯

প্রকাশক :
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯
৯৮৭৪৮৪৩৮৬৭

প্রচ্ছদ :
গৌতম নন্দী

বর্ণগ্রন্থন :
পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা- ১২

মুদ্রক :
বসু মুদ্রণ, কলকাতা -৪

ISBN : 978-93-83161-07-2

৪০০ টাকা

সূচিপত্র

মহাকাব্যের কবি মধুসূদন ☐ শ্রীলেখা বসু ৯

মেঘনাদবধ কাব্য : সমকালীন কিছু দৃষ্টিকোণ ☐ সুমিতা চক্রবর্তী ১৫

রবীন্দ্রনাথ : মধুসূদন ও মেঘনাদবধ কাব্য ☐ বিশ্বনাথ রায় ৩১

মেঘনাদবধ কাব্য : দুই রবীন্দ্রনাথ ☐ দেব আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬

'মেঘনাদবধ কাব্য' : বিখ্যাত ব্যক্তিদের চোখে ☐ বরুণ সীট ৬১

আখ্যান তত্ত্ব ও মেঘনাদবধ কাব্য ☐ শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় ৭৫

প্রাচ্যধারার সাহিত্য ও মেঘনাদবধ কাব্য ☐ সোমদত্তা ঘোষ ৮৫

মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ☐ সীমা মুখোপাধ্যায় ৯৫

মেঘনাদবধ— রাম কাহিনীর রাবণায়ন ☐ সৌমেন দাশ ১০৪

মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যভাবনা ☐ শম্পা ভট্টাচার্য ১১৩

রসের বহুমাত্রিকতা : মেঘনাদবধ কাব্য ☐ জয়ন্ত বিশ্বাস ১১৭

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও কবি-ভাষা ☐ অলোক রায় ১৩০

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা বৈশিষ্ট্য ☐ রবীন্দ্রকুমার দত্ত ১৪১

সকলই ফুরালো স্বপন প্রায়!... ☐ শুক্লা দত্ত ১৪৮

প্রসঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ : মেঘনাদবধ কাব্য ☐ সঞ্জয় প্রামাণিক ১৭৩

মেঘনাদবধ কাব্যে অলংকার ব্যবহার ☐ প্রণতি সিন্‌হা ১৭৯

মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকৃতির ভূমিকা ☐ পবিত্রকুমার মিস্ত্রী ১৮৭

মেঘনাদবধ কাব্যে বাঙালিয়ানা ☐ বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮

মহাকাব্য মেঘনাদবধ : লোকসংস্কৃতির নিরিখে ☐ হাবিবুর রহমান/ জাহাঙ্গীর হোসেন ২০৪

মেঘনাদবধ কাব্যের কবিত্ব ☐ সুকুমার মিত্র ২১১

মেঘনাদবধ কাব্য : আলোচনা—পর্যালোচনার ইতিবৃত্ত ☐ অনন্যা ঘোষ/ জয়ন্তকুমার সিনহা মহাপাত্র ২১৭

আখ্যান তত্ত্ব ও মেঘনাদবধ কাব্য

শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়

প্রতিটি সৃষ্টি নিরন্তর অনুশীলন ও কাটাছেঁড়া বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মহিমান্বিত হচ্ছে। আর সেই সৃষ্টির সঙ্গে যদি জড়িয়ে থাকে মাইকেল মধুসূদনের নাম, সৃষ্টির নাম যদি হয় বাংলার একমাত্র সাহিত্যিক মহাকাব্য মেঘনাদবধ তবে তা আজও রসিক সমালোচকের অফুরন্ত জীবনীশক্তির নিঃসরণ ঘটায়। মধুসূদনের সৃষ্টির প্রাচুর্য সমালোচককে অনুপ্রাণিত করে নতুন আঙ্গিকে তার সৃষ্টির মূল্যায়নের। ফলে আমরা তাঁর সৃষ্টিকে নতুন করে চিনি। যে কোনো সৃষ্টির মধ্যে রয়ে যায় কিছু জন্ম চিহ্ন যা স্রষ্টার সচেতন সৃষ্টি। এই জন্মচিহ্ন অনুসন্ধান করলেই সংশ্লিষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে স্রষ্টার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যে মনোভাব গড়ে ওঠে সমকালীন সমাজ, সাহিত্য ও ব্যক্তি অনুভূতির মিশ্রণে। অর্থাৎ বলা যায় উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সূচনায় নবজাগরণের প্রভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নতুন ভাবনার জন্ম হয়েছিল, মেঘনাদবধ কাব্য নির্মাণের সর্ব ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়েছিল। মহাকাব্যে কাহিনি কথনের অভিনব রূপ আখ্যানের সঙ্গে এর সাযুজ্য রয়েছে এই দৃষ্টিকোণই আলোচ্য প্রবন্ধের সারসত্য।

মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সাহিত্যিক মহাকাব্য। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে আখ্যান নির্ভর কথাসাহিত্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়? কিন্তু এই উত্তর সন্ধানে প্রসিদ্ধ সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলেন 'উপন্যাসের সুদূর পূর্ব পুরুষ হল পদ্যে গাঁথা প্রাচীন মহাকাব্য' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর) তখন এই সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা মেনে নিতেই হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন এশিয়াতেও পদ্যে গাঁথা কাহিনির মধ্যে বাস্তবকে স্বীকৃতি দেবার প্রবণতা অনেক দিনের। হয়তো মহাকাব্যের কাহিনিগত আকর্ষণ এর মূল কারণ। যাইহোক মেঘনাদ বধ কাব্যে আখ্যানধর্মিতা বিচারের পূর্বে আখ্যান নির্ভর সাহিত্য রচনার প্রেক্ষিতটা একটু বুঝে নেওয়া যাক।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত কাহিনি বলার প্রয়াস ছিল। বিশেষত রাধা বিরহ ও বংশী খণ্ডে কথোপকথনধর্মিতার মাধ্যমে কাহিনি বর্ণনার প্রয়াস খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতে গল্প বলার উদ্যোগ তো ছিলই, মঙ্গলকাব্যেও এই ধারারই অনুসরণ দেখি। এর মধ্যে মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল কাব্যে লেখকের নির্মাণ দক্ষতায় উপন্যাসিকের প্রতিভা অনেকাংশে ফুটে ওঠে। এই কাব্যগুলিতে লৌকিক চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রসঙ্গগুলিকে লেখক স্বতন্ত্র ভাবে

মনোযোগ আকর্ষণের কাজে লাগিয়েছেন। রামায়ণে বালি-সুগ্রীবের কাহিনি, অহল্যা উপাখ্যান, সীতার পাতাল প্রবেশ, লব-কুশের কাহিনি ; মহাভারতে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনি, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, একলব্য বা শিখণ্ডীর উপাখ্যান ; চণ্ডীমঙ্গলে মুরারির ধূর্ততা, ধনপতির চরিত্রহীনতা, লহনার বিগত যৌবনের জ্বালা, খুল্লনার স্বামী সোহাগিনী হবার জন্য অহমিকাবোধকে লেখক কাজে লাগিয়েছেন। শাক্ত পদাবলী ও মুসলমান কবিদের সাহিত্য সাধনায় কথোপকথনধর্মী কাহিনি পরিবেশনের প্রয়াস দেখা যায়। আগমনী-বিজয়া অংশে দেবাদিদেবের পারিবারিক জীবনের বর্ণনায় উপন্যাসের আভাস আছে। আর ধর্মাশ্রিত কাব্য ছাড়া মুসলমান কবি রচিত সতী ময়না ও পদ্মাবতী কাব্যকে নিঃসন্দেহে আখ্যান কাব্যের আদি সংস্করণ ভাবা যায়। পরবর্তী গীতিকা সাহিত্যে কাহিনি নির্ভর গল্প রস মুখ্য। বিশেষত ময়মনসিংহ গীতিকায় খাঁটি উপন্যাসের অনেক গুণ পাওয়া যায়। মহুয়া, মলুয়া কিংবা চন্দ্রাবতী আধুনিক উপন্যাসেরই নায়িকা। আধুনিক যুগের সূচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা গ্রন্থ লিখতে বসে মূলত প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস-পুরাণের জনপ্রিয় গল্পকে সহজ গদ্য ভাষায় রূপ দিতে চেয়েছেন। উইলিয়াম কেরির কথোপকথন ও ইতিহাসমালা, মৃত্যুঞ্জয়ের বত্রিশ সিংহাসন গদ্য নির্ভর কাহিনি বর্ণনার গুণে অভিনব। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস কিংবা শকুন্তলা রচনায় মহাকাব্যের কাহিনিকে সার্থক গদ্যাকারে উপস্থাপনের প্রয়াস দেখি।

এরপর আসা যাক মধুসূদনের কথায়। মাদ্রাজে থাকাকালীন রচিত হল The Captive Ladie, যার পটভূমি প্রাচীন ভারত। ভারতীয় পুরাণের নারী চরিত্রদের গল্প শোনাতে চেয়েছেন তিনি। এরপর মাদ্রাজের পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল কাব্যনাট্য Rizia : Empress of Inde। হিংস্র রাজনীতির ঘূর্ণিতে ছিন্ন ভিন্ন এক মুসলিম নারীর জীবন সংগ্রামের কাহিনি বর্ণনা করেছেন মাইকেল এই কাব্যনাট্যে। বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহী হয়ে মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে লিখলেন শর্মিষ্ঠা। প্রস্তাবনায় লিখলেন—

"শুন গো ভারতভূমি
কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর,
হইল হইল ভোর ;
দিনকর প্রাচীতে উদয়।"

আর দেখলাম যযাতি নয় দেবযানী নয়, স্রষ্টার ভাবনার অভিনবত্বে প্রধান হয়ে উঠেছেন শর্মিষ্ঠা, স্রষ্টার ভাবনার অন্তরকথনভাষ্য হয়ে উঠেছে এর আখ্যান। পুরাণ নির্ভর শর্মিষ্ঠার পরেই মধুসূদন বেছে নিলেন প্রহসন। স্মরণীয় বাংলা প্রহসনের স্বতন্ত্র সরণী নির্মাণ করলেন তিনি। সংস্কৃত প্রহসনে একটানা কাহিনি থাকে না, মধুসূদন তা থেকে সরে এসে দুটি প্রহসনেই কাহিনি নির্মাণের গুণে পাঠককে বেঁধে রাখলেন। এর পরবর্তী পদ্মাবতী

[illegible] আখ্যান নির্মাণের প্রয়াস ছিল। ইন্দ্র পত্নী শচী, সুমের পত্নী রতি [illegible] [illegible] [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিষয়ে হয়। [illegible] প্রথম আখ্যান [illegible] [illegible] [illegible] প্রথম [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ ভাবে উপভোগ্য হয়েছে। এর পরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] অনুরাগ লক্ষ করা যায়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর্হিনি [illegible] মনে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] তিনি মিলিয়ে দিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

বাংলা উপন্যাসের প্রস্তুতির সূচনা ১৮২৩-এ ভবানীচরণের নববাবু বিলাসের মধ্য দিয়ে। ১৮৫২-এ [illegible] [illegible], ১৮৫২-এ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ উপন্যাস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এরপর প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয় বিনিময় (১৮৫৭) [illegible] [illegible] [illegible] (১৮৫৯) [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] পরে [illegible] ইঙ্গিত [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (১৮৫৮) ও [illegible] (১৮৬২) এই দুই [illegible] [illegible] পর বঙ্কিমচন্দ্রের মতে '[illegible] প্রথম আর্হিনি এবং [illegible] [illegible]'। [illegible] প্রশ্ন জাগে আখ্যান বলতে যদি শুধুমাত্র উপন্যাস বুঝি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি তার প্রাণ [illegible]? সেই কারণেই কি দুর্গেশনন্দিনী প্রথম উপন্যাস নয়? এ সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'উপন্যাসের ইতিহাস যদি অনুসন্ধান করা যায় তবে ইহাকে না [illegible] [illegible] উপন্যাস [illegible] [illegible] এই [illegible] প্রভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] উপন্যাসের [illegible] হইয়া উঠিয়াছে [illegible] উপন্যাসের ধারা।' সুতরাং এই দিক থেকে [illegible] [illegible] সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনীর কোনো প্রভেদ নেই। পার্থক্য এটাই যে একটি লেখা হচ্ছে পরে অন্যটি আগে। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] উপন্যাসের প্রথম, প্রধান বা একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। উপন্যাসে মানুষের জীবন প্রধান লক্ষ হইবে: অতিমাত্র দানব, রাক্ষস, [illegible], পরী বা [illegible] আর্হিনি উপন্যাস নহে' (সাহিত্য বিচার) এই দিক থেকে [illegible] [illegible] [illegible] উপন্যাস রূপে পরিগণিত হতে পারে না। তথাপি এখানে [illegible] কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

এখন দেখে নেওয়া যাক আখ্যান বলতে কি বুঝি? সাহিত্য দার্শনিকদের মতে 'ঘটি [illegible] [illegible] ঘটনাগুলিকে আখ্যান বলা হয়। এই ঘটনাগুলিতে কার্যকারণ সূত্রে একটি [illegible] [illegible] পরিবেশিত হয়। যা দিয়ে একটি [illegible] [illegible] গড়ে ওঠে।